পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম

এই অধ্যায়ে ঐল বংশে গাধির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।

উর্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, জয় এবং বিজয় নামক ছ'টি পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্রের নাম কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্রের নাম হোত্রক এবং হোত্রকের পুত্র জহ্নু। এই জহ্নুই এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। জহ্নু থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পুরু, বলাক, অজক এবং কুশ। কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ। কুশাম্বু থেকে গাধির জন্ম হয়, যাঁর সত্যবতী নামক একটি কন্যা ছিল। ঋচীক মুনি গাধির প্রার্থিত পণ প্রদান করে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে ঋচীক মুনির জমদগ্নি নামক পুত্রের জন্ম হয়। জমদগ্নির পুত্র রাম বা পরশুরাম। কার্তবীর্যার্জুন নামক রাজা যখন জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করেন, তখন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করেন। পরে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে হত্যা করলে জমদগ্নি তাঁকে বলেন যে, রাজাকে হত্যা করার ফলে তাঁর পাপ হয়েছে, এবং একজন ব্রাহ্মণরূপে তাঁর অপরাধ সহ্য করা উচিত ছিল। তাই জমদগ্নি পরশুরামকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্যটন করতে উপদেশ দেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ঐলস্য চোর্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ঐলস্য**—পুরূরবার; **চ**—ও; **উর্বশী-গর্ভাৎ**—উর্বশীর গর্ভ থেকে; **ষট্**—ছয়; **আসন্**—হয়েছিল; **আত্মজাঃ**—পুত্র;

নৃপ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রুতায়ুঃ**—শ্রুতায়ু; **সত্যায়ুঃ**—সত্যায়ু; **রয়ঃ**—রয়; **অথ**—এবং; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **জয়ঃ**—জয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছ'টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়।

শ্লোক ২-৩

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥ ২ ॥
ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ ।
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রুতায়োঃ—শ্রুতায়ুর; **বসুমান্**—বসুমান্; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **সত্যায়োঃ**—সত্যায়ুর; **চ**—ও; **শ্রুতঞ্জয়ঃ**—শ্রুতঞ্জয় নামক এক পুত্র; **রয়স্য**—রয়ের; **সুতঃ**—এক পুত্র; **একঃ**—এক নামক; **চ**—এবং; **জয়স্য**—জয়ের; **তনয়ঃ**—পুত্র; **অমিতঃ**—অমিত নামক; **ভীমঃ**—ভীম নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিজয়স্য**—বিজয়ের; **অথ**—তারপর; **কাঞ্চনঃ**—ভীমের পুত্র কাঞ্চন; **হোত্রকঃ**—কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—হোত্রকের; **জহ্নুঃ**—জহ্নু নামক; **সুতঃ**—এক পুত্র; **গঙ্গাম্**—গঙ্গার সমস্ত জল; **গণ্ডূষী-কৃত্য**—এক গণ্ডূষে; **যঃ**—যিনি (জহ্নু); **অপিবৎ**—পান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়; রয়ের পুত্র এক; জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক এবং হোত্রকের পুত্র জহ্নু, যিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

জহ্নোস্তু পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ ।
ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥ ৪ ॥

জহ্নোঃ—জহ্নুর; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুঃ**—পুরু নামক এক পুত্র; **তস্য**—পুরুর; **অথ**—তারপর; **বলাকঃ**—বলাক নামক এক পুত্র; **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—বলাকের পুত্র; **অজকঃ**—অজক নামক; **ততঃ**—তারপর; **কুশঃ**—কুশ; **কুশস্য**—কুশের; **অপি**—তারপর; **কুশাম্বুঃ**—কুশাম্বু; **তনয়ঃ**—তনয়; **বসুঃ**—বসু; **কুশনাভঃ**—কুশনাভ; **চ**—এবং; **চত্বারঃ**—চার (পুত্র); **গাধিঃ**—গাধি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কুশাম্বুজঃ**—কুশাম্বুর পুত্র।

অনুবাদ

জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক এবং অজকের পুত্র কুশ। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ নামক চার পুত্র। কুশাম্বুর পুত্র গাধি।

শ্লোক ৫-৬

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ ।
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্ ।
সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ ॥ ৬ ॥

তস্য—গাধির; **সত্যবতীম্**—সত্যবতী; **কন্যাম্**—কন্যা; **ঋচীকঃ**—মহর্ষি ঋচীক; **অযাচত**—প্রার্থনা করেছিলেন; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **বরম্**—তার পতিরূপে; **বিসদৃশম্**—সমকক্ষ বা উপযুক্ত নন; **মত্বা**—মনে করে; **গাধিঃ**—মহারাজ গাধি; **ভার্গবম্**—ঋচীককে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **একতঃ**—এক; **শ্যাম-কর্ণানাম্**—যার কান কালো; **হয়ানাম্**—অশ্বগুলি; **চন্দ্র-বর্চসাম্**—চন্দ্রের কিরণের মতো উজ্জ্বল; **সহস্রম্**—এক হাজার; **দীয়তাম্**—প্রদান করুন; **শুল্কম্**—পণস্বরূপ; **কন্যায়াঃ**—আমার কন্যাকে; **কুশিকাঃ**—কুশবংশে; **বয়ম্**—আমরা (হই)।

অনুবাদ

মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ ঋষি সেই কন্যাকে মহারাজ গাধির কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাধি মনে করেছিলেন যে, ঋচীক তাঁর কন্যার পতি হওয়ার যোগ্য নন, এবং তাই তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "হে দ্বিজবর! আমরা কুশিক বংশজাত সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, তাই আমার

কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বাম কর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল সহস্র অশ্ব প্রদান করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ বলে কথিত। পরে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষির পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঋচীক মুনির সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের ফলে ক্ষত্রিয়ের মনোভাব সমন্বিত এক পুত্রের জন্ম হবে। ব্রাহ্মণ ঋচীক গাধি রাজার কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে রাজা পণস্বরূপ এক অসাধারণ শর্ত পূর্ণ করার দাবি করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্ ।
আনীয় দত্ত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥ ৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—অনুরোধ করা হলে; **তৎ-মতম্**—তাঁর মন; **জ্ঞাত্বা**—(ঋষি) বুঝতে পেরেছিলেন; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বরুণ-অন্তিকম্**—বরুণের স্থানে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **দত্ত্বা**—দান করে; **তান্**—সেই; **অশ্বান্**—ঘোড়াগুলি; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বরাননাম্**—রাজা গাধির সুন্দরী কন্যাকে।

অনুবাদ

রাজা গাধি যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, তখন ঋচীক মুনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বরুণদেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গাধির শর্ত অনুসারে এক হাজার অশ্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই অশ্বগুলি গাধিকে দান করে তিনি রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্র্বা চাপত্যকাম্যয়া ।
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ঋচীক); **ঋষিঃ**—ঋষি; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থী হয়ে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নীর দ্বারা; **শ্বশ্র্বা**—তাঁর শাশুড়ির দ্বারা; **চ**—ও; **অপত্য-কাম্যয়া**—পুত্র কামনা করে; **শ্রপয়িত্বা**—রন্ধন করে; **উভয়ৈঃ**—উভয়ে; **মন্ত্রৈঃ**—বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদন করার চরু; **স্নাতুম্**—স্নান করতে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

তারপর ঋচীক মুনির পত্নী এবং শাশুড়ি উভয়েই পুত্রার্থিনী হয়ে ঋচীককে চরু প্রস্তুত করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলে ঋচীক মুনি তাঁর পত্নীর জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্র এবং তাঁর শাশুড়ির জন্য ক্ষত্রিয়মন্ত্রে দুটি চরু প্রস্তুত করে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী ।
শ্রেষ্ঠং মত্বাতয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **সত্যবতী**—ঋচীকের পত্নী সত্যবতী; **মাত্রা**—তাঁর মায়ের দ্বারা; **স্ব-চরুম্**—তাঁর (সত্যবতীর) জন্য নির্মিত চরু; **যাচিতা**—প্রার্থিত; **সতী**—হয়ে; **শ্রেষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **মত্বা**—মনে করে; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **অযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **মাত্রে**—তাঁর মাকে; **মাতুঃ**—মায়ের; **অদৎ**—ভক্ষণ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে, সত্যবতীর মাতা মনে করেছিলেন যে, সত্যবতীর জন্য নির্মিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবে, এই মনে করে তিনি তাঁর কন্যার কাছে সেই চরু প্রার্থনা করেছিলেন। সত্যবতী তাই তাঁর চরু তাঁর মাকে প্রদান করে, তাঁর মায়ের জন্য নির্মিত চরু নিজে ভক্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পতি স্বভাবতই পত্নীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। তাই সত্যবতীর মা মনে করেছিলেন যে, ঋচীক মুনি সত্যবতীর জন্য যে চরু প্রস্তুত করেছেন তা নিশ্চয়ই তাঁর জন্য নির্মিত চরু থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই ঋচীক মুনির অনুপস্থিতিতে সত্যবতীর উৎকৃষ্টতর চরু তাঁর মা চেয়ে নিয়ে ভক্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তদ্ বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ ।
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—এই বিষয়ে; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **মুনিঃ**—ঋষি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পত্নীম্**—তাঁর পত্নীকে; **কষ্টম্**—অত্যন্ত অন্যায়; **অকারষীঃ**—তুমি করেছ; **ঘোরঃ**—ভয়ানক; **দণ্ড-ধরঃ**—অন্যদের দণ্ডদানকারী এক মহাপুরুষ; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **তে**—তোমার; **ব্রহ্ম-বিত্তমঃ**—ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।

অনুবাদ

স্নান করে গৃহে ফিরে এসে ঋচীক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পত্নী সত্যবতীকে বলেছিলেন, "তুমি এক অত্যন্ত অন্যায় কার্য করেছ। তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন হবে, এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হবে।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ যখন জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ, সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল হন, তখন তাঁকে অত্যন্ত যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তেমনই ক্ষত্রিয় যখন অন্যায়কারীদের ঘোর দণ্ডদানে সক্ষম হন, তখন তাঁকেও অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত গুণাবলী *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪২-৪৩) উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যবতী যেহেতু তাঁর জন্য নির্মিত চরু ভক্ষণ না করে তাঁর মাতার জন্য নির্মিত চরু ভক্ষণ করেছিলেন, তার ফলে যথাসময়ে তাঁর এক ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন পুত্র হয়েছিল। তা ছিল অবাঞ্ছনীয়। সাধারণত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হবে বলে আশা করা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র যদি ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র হয়, তা হলে তাকে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত চতুর্বর্ণ অনুসারে উপাধিভুক্ত করতে হয় (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। ব্রাহ্মণের পুত্র যদি ব্রাহ্মণ না হয়, তা হলে তার গুণ অনুসারে তাকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলা যেতে পারে। সমাজের বর্ণবিভাগ মানুষের জন্ম অনুসারে হয় না, গুণ এবং কর্ম অনুসারে হওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ১১

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিতি ভার্গবঃ।
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥ ১১ ॥

প্রসাদিতঃ—প্রসন্নীকৃত; **সত্যবত্যা**—সত্যবতীর দ্বারা; **মা**—না; **এবম্**—এইভাবে; **ভূঃ**—হোক; **ইতি**—এইভাবে; **ভার্গবঃ**—মহান ঋষি; **অথ**—তোমার পুত্র যদি এই রকম না হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ভবেৎ**—সেই রকম হবে; **পৌত্রঃ**—পৌত্র; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি; **ততঃ**—তারপর; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সত্যবতী ঋচীক মুনিকে বিনয়নম্র বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র স্বভাবসম্পন্ন না হয়। ঋচীক মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তা হলে তোমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হবে।" তার ফলে সত্যবতীর পুত্ররূপে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি ঋচীক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সত্যবতী তাকে শান্ত করেছিলেন, এবং তাঁর অনুরোধে ঋচিক মুনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন। এখানে বোঝা যায় যে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামরূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১২-১৩

সা চাভূৎ সুমহৎপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী ।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্ ॥ ১২ ॥
তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ ।
যবীয়াঞ্জজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥

সা—তিনি (সত্যবতী); **চ**—ও; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সুমহৎ-পুণ্যা**—অত্যন্ত মহান এবং পবিত্র; **কৌশিকী**—কৌশিকী নামক নদী; **লোক-পাবনী**—সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী; **রেণোঃ**—রেণুর; **সুতাম্**—কন্যা; **রেণুকাম্**—রেণুকা নামক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জমদগ্নিঃ**—সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যাম্**—যাঁকে; **তস্যাম্**—রেণুকার গর্ভে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভার্গব-ঋষেঃ**—জমদগ্নির বীর্য থেকে; **সুতাঃ**—পুত্র; **বসুমৎ-আদয়ঃ**—বসুমান্ আদি; **যবীয়ান্**—কনিষ্ঠ; **যজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **এতেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **রামঃ**—পরশুরাম; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিবিশ্রুতঃ**—সর্বত্র বিখ্যাত।

অনুবাদ

সত্যবতী পরে অত্যন্ত পুণ্যবতী জগৎ পবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। জমদগ্নির বীর্য থেকে রেণুকার গর্ভে বসুমান্ আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাম বা পরশুরাম নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ১৪

যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥ ১৪ ॥

যম্—যাঁকে (পরশুরামকে); **আহুঃ**—সমস্ত বিদ্বান পণ্ডিতেরা বলেন; **বাসুদেব-অংশম্**—ভগবান বাসুদেবের অংশ; **হৈহয়ানাম্**—হৈহয়দের; **কুল-অন্তকম্**—কুলান্তক; **ত্রিঃ-সপ্ত-কৃত্বঃ**—একবিংশতি বার; **যঃ**—যিনি (পরশুরাম); **ইমাম্**—এই; **চক্রে**—করেছিলেন; **নিঃক্ষত্রিয়াম্**—নিঃক্ষত্রিয়; **মহীম্**—পৃথিবীকে।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা এই পরশুরামকে কার্তবীর্যকুল বিনাশকারী এবং ভগবান বাসুদেবের অংশ বলে কীর্তন করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ ।
রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি ॥ ১৫ ॥

দৃপ্তম্—অত্যন্ত গর্বিত; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়, শাসক সম্প্রদায়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **অব্রহ্মণ্যম্**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মের অবহেলাকারী পাপী; **অনীনশৎ**—দূর করেছিলেন বা বিনাশ করেছিলেন; **রজঃ-তমঃ**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **বৃতম্**—আচ্ছাদিত; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **ফল্গুনি**—অল্প; **অপি**—যদিও; **কৃতে**—করা হলে; **অংহসি**—অপরাধ।

অনুবাদ

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মনীতির অবমাননা করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য পরশুরাম তাদের অপরাধ গর্হিত না হলেও তাদের সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় বা শাসক সম্প্রদায়ের কর্তব্য মহান ব্রাহ্মণ এবং মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রবর্তিত আইন অনুসারে পৃথিবী শাসন করা। শাসক সম্প্রদায় যখন অধার্মিক হয়ে যায়,

তখন তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *রজস্তমোবৃতং ভারমব্রহ্মণ্যম্*—শাসক সম্প্রদায় যখন নির্দিষ্ট গুণের দ্বারা অর্থাৎ রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে, এবং তখন উৎকৃষ্ট শক্তির দ্বারা অবশ্যই তাদের বিনাশসাধন হবে। আধুনিক ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের বিনাশসাধন করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজতন্ত্রের বিনাশের পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে। যদিও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করা হয়েছে, তবুও পৃথিবীর মানুষ সুখী হতে পারেনি, কারণ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পূর্বের রাজাদের স্থান অধিকার করেছে বৈশ্য এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা তাদের থেকেও অধিক অধঃপতিত। সরকার যখন ব্রাহ্মণ বা ভগবদ্ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন মানুষ সুখী হয়। তাই, পুরাকালে শাসক সম্প্রদায় যখন রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধঃপতিত হত, তখন পরশুরামের মতো ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগে, *দস্যুপ্রায়েষু রাজসু*—শাসক সম্প্রদায় (*রাজন্য*) দস্যুদের মতো হবে, কারণ তখন রাজকার্য পরিচালনায় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা প্রাধান্য বিস্তার করবে। তারা ধর্মনীতি এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত আইনের অবহেলা করে নাগরিকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১/৪০) আরও বলা হয়েছে—

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥

অপবিত্র হয়ে, মানুষের কর্তব্য অবহেলাকারী এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত অশুদ্ধ মানুষেরা (*ম্লেচ্ছরা*) রাজকর্মচারী-রূপে (*রাজন্যরূপিণঃ*) প্রজাদের ভক্ষণ করবে (*প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১২/২/৭-৮) বলা হয়েছে—

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥

প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥

মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিকভাবে চারটি বর্ণে বিভক্ত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। কিন্তু এই প্রথার যদি অবহেলা হয় এবং সমাজের মানুষদের গুণ এবং বিভাগের বিবেচনা না করা হয় তা হলে তার ফলে *ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রানাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ*—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের তথাকথিত বর্ণবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হবে। তার ফলে যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন হলেই রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি হবে, এবং এইভাবে প্রজারা এতই বিপন্ন হবে যে, নিষ্ঠুর এবং দস্যুপ্রায় সরকারি কর্মচারীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তারা তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বনে চলে যাবে (*যাস্যন্তি গিরিকাননম্*)। তাই প্রজা বা জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলন অবলম্বন করা, এবং এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শব্দরূপে স্বয়ং ভগবানের অবতার। *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব, প্রজারা যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে তারা সৎ সরকার, এবং সৎ সমাজ, আদর্শ জীবন আশা করতে পারে এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬

শ্রীরাজোবাচ

কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ ।
কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **কিম্**—কি; **তৎ অংহঃ**—সেই অপরাধ; **ভগবতঃ**—ভগবানের প্রতি; **রাজন্যৈঃ**—রাজপরিবারের দ্বারা; **অজিত-আত্মভিঃ**—যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে না পারার ফলে অধঃপতিত হয়েছিলেন; **কৃতম্**—যা করা হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **কুলম্**—কুল; **নষ্টম্**—বিনষ্ট হয়েছিল; **ক্ষত্রিয়াণাম্**—রাজপরিবারের; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়রা ভগবান পরশুরামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল, যার ফলে তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে বার বার বিনাশ করেছিলেন?

শ্লোক ১৭-১৯

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

হৈহয়ানামধিপতিরর্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাধ্য পরিকর্মভিঃ ॥ ১৭ ॥
বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্ধর্ষত্বমরাতিষু ।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ শ্রীতেজোবীর্যযশোবলম্ ॥ ১৮ ॥
যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ ।
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥ ১৯ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **হৈহয়ানাম্ অধিপতিঃ**—হৈহয়দের রাজা; **অর্জুনঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **ক্ষত্রিয়-ঋষভঃ**—ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ; **দত্তম্**—দত্তাত্রেয়কে; **নারায়ণ-অংশ-অংশম্**—শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **পরিকর্মভিঃ**—বিধি অনুসারে পূজা করার দ্বারা; **বাহূন্**—বাহু; **দশ-শতম্**—এক হাজার; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুর্ধর্ষত্বম্**—দুর্দমনীয়; **অরাতিষু**—শত্রুদের মধ্যে; **অব্যাহত**—অপরাজেয়; **ইন্দ্রিয়-ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **তেজঃ**—প্রভাব; **বীর্য**—শক্তি; **যশঃ**—যশ; **বলম্**—দৈহিক শক্তি; **যোগ-ঈশ্বরত্বম্**—যোগ অভ্যাসের প্রভাবে লব্ধ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **যত্র**—যেখানে; **অণিমা-আদয়ঃ**—আট প্রকার যোগসিদ্ধি (অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি); **চচার**—তিনি গিয়েছিলেন; **অব্যাহত-গতিঃ**—অপ্রতিহত যাঁর গতি; **লোকেষু**—সারা বিশ্বে; **পবনঃ**—বায়ু; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হৈহয়দের রাজা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্যার্জুন ভগবান শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করে এক হাজার বাহু, শত্রুদের মধ্যে দুর্দমনীয়ত্ব এবং অপ্রতিহত ইন্দ্রিয় বল, সৌন্দর্য, তেজ, বীর্য, যশ এবং অণিমা-লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে, তিনি বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন।

শ্লোক ২০

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্ রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥ ২০ ॥

স্ত্রী-রত্নৈঃ—সুন্দরী রমণীদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **ক্রীড়ন্**—উপভোগ করতে করতে; **রেবা-অম্ভসি**—রেবা বা নর্মদা নদীর জলে; **মদ-উৎকটঃ**—ঐশ্বর্যের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **বৈজয়ন্তীম্ স্রজম্**—বৈজয়ন্তী মালা; **বিভ্রৎ**—সজ্জিত হয়ে; **রুরোধ**—গতি রোধ করেছিলেন; **সরিতম্**—নদীর; **ভুজৈঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা।

অনুবাদ

একসময় গর্বোদ্ধত কার্তবীর্যার্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে স্ত্রীরত্নে পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীর জলে আনন্দ উপভোগ করতে করতে তাঁর বাহুর দ্বারা সেই নদীর স্রোত অবরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ ।
নামৃষ্যৎ তস্য তদ্ বীর্যং বীরমানী দশাননঃ ॥ ২১ ॥

বিপ্লাবিতম্—প্লাবিত হয়ে; **স্ব-শিবিরম্**—তাঁর শিবির; **প্রতিস্রোতঃ**—যা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল; **সরিৎ-জলৈঃ**—নদীর জলের দ্বারা; **ন**—না; **অমৃষ্যৎ**—সহ্য করতে পারল; **তস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **তৎ বীর্যম্**—সেই প্রভাব; **বীরমানী**—বীরাভিমানী; **দশ-আননঃ**—দশানন রাবণ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের বাহুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদার তটে স্থাপিত দশানন রাবণের শিবির প্লাবিত হচ্ছিল। কার্তবীর্যার্জুনের এই প্রভাব বীরাভিমানী রাবণ সহ্য করতে পারল না।

তাৎপর্য

রাবণ সারা পৃথিবী জয় করার জন্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, এবং সে মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদা নদীর তটে শিবির স্থাপন করেছিল।

শ্লোক ২২

গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ ।
মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা ॥ ২২ ॥

গৃহীতঃ—বলপূর্বক বন্দী করেছিল; **লীলয়া**—অনায়াসে; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **সমক্ষম্**—উপস্থিতিতে; **কৃত-কিল্বিষঃ**—এইভাবে অপরাধী হওয়ার ফলে; **মাহিষ্মত্যাম্**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **সংনিরুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ করেছিল; **মুক্তঃ**—মুক্ত করেছিল; **যেন**—যাঁর দ্বারা (কার্তবীর্যার্জুনের দ্বারা); **কপিঃ যথা**—বানরের মতো।

অনুবাদ

রাবণ যখন স্ত্রীদের সমক্ষে কার্তবীর্যার্জুনকে অপমান করতে চেয়েছিল, তখন কার্তবীর্যার্জুন অনায়াসে তাকে বন্দী করে মাহিষ্মতী নগরীতে একটি বানরের মতো অবরুদ্ধ করে রেখে, তারপর অবজ্ঞা ভরে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে ।
যদৃচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি, কার্তবীর্যার্জুন; **একদা**—একসময়; **তু**—কিন্তু; **মৃগয়াম্**—শিকার করার সময়; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **বিজনে**—নির্জন; **বনে**—বনে; **যদৃচ্ছয়া**—কোন কার্যক্রম বিনা; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমে; **জমদগ্নেঃ**—জমদগ্নি মুনির; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

একসময় কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ার্থে বিজন বনে বিচরণ করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নির আশ্রমে কার্তবীর্যার্জুনের যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁর অসাধারণ শক্তির গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে তিনি সেখানে গিয়ে পরশুরামকে অপমান করেছিলেন। সেটিই ছিল পরশুরামের প্রতি তাঁর অপরাধের সূত্রপাত, যে জন্য তিনি পরশুরামের হস্তে নিহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ ।
সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **সঃ**—তিনি (জমদগ্নি); **নরদেবায়**—রাজা কার্তবীর্যার্জুনকে; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **অর্হণম্**—পূজার উপচার; **আহরৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **সসৈন্য**—তাঁর সৈন্যগণ সহ; **অমাত্য**—তাঁর মন্ত্রীগণ; **বাহায়**—রথ, হস্তী, অশ্ব অথবা শিবিকা বাহকেরা; **হবিষ্মত্যা**—সব কিছু সরবরাহে সক্ষম কামধেনুর অধিকারী হওয়ার ফলে; **তপঃ-ধনঃ**—মহান ঋষি, যাঁর একমাত্র শক্তি হচ্ছে তাঁর তপস্যা, অথবা যিনি তপস্যা-পরায়ণ।

অনুবাদ

তপস্যা-পরায়ণ জমদগ্নি মুনি সাদরে সৈন্য, অমাত্য এবং বাহকগণ সহ রাজাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, এবং তাঁর কামধেনুর দ্বারা অতিথি-সৎকারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে চিৎ-জগৎ, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবন সুরভী গাভীতে পূর্ণ (*সুরভীরভিপালয়ন্তম্*)। সুরভী গাভীকে কামধেনুও বলা হয়। জমদগ্নির যদিও কেবল একটি কামধেনু ছিল, তবুও তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হতে পারতেন। এইভাবে তিনি বহু অনুচর, অমাত্য, সৈন্য, পশু এবং শিবিকাবাহকগণ সহ রাজাকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে পেরেছিলেন। যখন আমরা রাজার কথা বলি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর সঙ্গে বহু অনুচর থাকে। জমদগ্নি রাজার সমস্ত অনুচরদের যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করে ঘৃতপক্ব নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়েছিলেন। কেবল একটি গাভী থেকে জমদগ্নির এই প্রকার ঐশ্বর্য দেখে রাজা বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সেই মহর্ষির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর অপরাধের সূত্রপাত হয়েছিল। কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত উদ্ধত হওয়ার ফলে ভগবানের অবতার পরশুরাম তাঁকে বধ করেছিলেন। এই জড় জগতে কারও অসাধারণ ঐশ্বর্য থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি গর্বোদ্ধত হয় এবং স্বেচ্ছাচারী হয়, তা হলে ভগবান তাকে দণ্ডদান করেন। কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার এবং পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার ইতিবৃত্ত থেকে আমরা সেই শিক্ষা লাভ করি।

শ্লোক ২৫

স বৈ রত্নং তু তদ্ দৃষ্ট্বা আত্মৈশ্বর্যাতিশায়নম্ ।
তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (কার্তবীর্যার্জুন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রত্নম্**—মহা ঐশ্বর্যের উৎস; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—জমদগ্নির সেই কামধেনু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্ম-ঐশ্বর্য**—তাঁর নিজের ঐশ্বর্য; **অতি-শায়নম্**—যা ছিল পর্যাপ্ত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **আদ্রিয়ত**—প্রশংসনীয়; **অগ্নিহোত্র্যাম্**—অগ্নিহোত্রীয় কামধেনু; **স-অভিলাষঃ**—অভিলাষী হয়েছিলেন; **স-হৈহয়ঃ**—তাঁর অনুগামী হৈহয়গণ সহ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু রত্নের অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীয় কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নি কামধেনু থেকে প্রাপ্ত ঘি-এর দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে কার্তবীর্যার্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। সকলের পক্ষে এই ধরনের গাভী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও, একজন সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ গাভীর অধিকারী হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই দুধ থেকে মাখন এবং ঘি প্রাপ্ত হতে পারে। তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন *গোরক্ষ্য*। এটি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ যথাযথভাবে গোরক্ষা করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ব্যবহারিকভাবে তা আমেরিকায় আমাদের বিভিন্ন ইসকন ফার্মে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমরা যথাযথভাবে গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাচ্ছি। সেখানকার অন্য ফার্মের গাভীরা আমাদের গাভীর মতো এত পরিমাণে দুধ দেয় না; কারণ আমাদের গাভীরা জানে যে, আমরা তাদের হত্যা করব না, তাই তারা সুখী, এবং তার ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ দিচ্ছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানব-সমাজে গোরক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীর মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য কিভাবে শস্য উৎপাদন (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*) এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সব রকম অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুখী জীবন-যাপন করতে হয়। *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।* মানব-সমাজের তৃতীয় বর্ণের মানুষ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে জমিতে শস্য উৎপাদন করা এবং গাভীদের রক্ষা করা। এটিই *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ।

গোরক্ষার ব্যাপারে মাংসাহারীরা প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু তার জবাব হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু গোরক্ষার এত গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই যারা মাংস আহার করতে চায় তারা শূকর, কুকুর, ছাগল, ভেড়া আদি নিকৃষ্ট স্তরের পশুদের মাংস আহার করতে পারে, কিন্তু তারা যেন কখনও গাভীদের জীবন স্পর্শ না করে, কারণ তা হলে মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিনষ্ট হবে।

শ্লোক ২৬

হবির্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্তুমচোদয়ৎ ।
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ ॥ ২৬ ॥

হবিঃ-ধানীম্—কামধেনু; **ঋষেঃ**—মহর্ষি জমদগ্নির; **দর্পাৎ**—জড় শক্তির প্রভাবে অত্যন্ত গর্বিত হওয়ার ফলে; **নরান্**—তাঁর মানুষেরা (সৈন্যরা); **হর্তুম্**—হরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য; **অচোদয়ৎ**—প্ররোচিত করেছিলেন; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের সৈন্যরা; **চ**—ও; **মাহিষ্মতীম্**—কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানীতে; **নিন্যুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **স-বৎসাম্**—বৎস সহ; **ক্রন্দতীম্**—ক্রন্দন করতে করতে; **বলাৎ**—বলপূর্বক অপহরণ করার ফলে।

অনুবাদ

জড় শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে কার্তবীর্যার্জুন তাঁর লোকদের জমদগ্নির কামধেনুটি হরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন, এবং তখন তারা বলপূর্বক বৎস সহ রোরুদ্যমানা কামধেনুটিকে কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীতে নিয়ে এসেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হবির্ধানীম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যজ্ঞের ঘি বা হবি সরবরাহকারী গাভীকে *হবির্ধানীম্* বোঝায়। মানব-সমাজে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি, তা হলে আমরা কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কুকুর বা শূকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করব। সেটি সভ্যতা নয়। মানুষকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*। নিয়মিতভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলে আকাশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হবে, এবং নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হওয়ার ফলে জমি উর্বর হবে এবং তাতে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি উৎপন্ন হবে। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য

কর্তব্য। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে ঘি-এর প্রয়োজন, এবং ঘি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য গোরক্ষা অপরিহার্য। তাই আমরা যদি বৈদিক সভ্যতাকে অবহেলা করি, তা হলে আমাদের অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। তথাকথিত পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা জীবনের সাফল্য লাভের রহস্য জানে না, এবং তাই তারা প্রকৃতির হস্তে নির্যাতিত হয় (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। কিন্তু এত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও তারা মনে করে যে, তাদের সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে, (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতিমন্যতে*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান সাধন করা যার দ্বারা সকলেই সুখী হতে পারবে। এটিই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *যজ্ঞে সুখেন ভবন্তু*।

শ্লোক ২৭

অথ রাজনি নির্যাতে রাম আশ্রম আগতঃ ।
শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—তারপর; **রাজনি**—রাজা যখন; **নির্যাতে**—চলে গিয়েছিলেন; **রামঃ**—জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম; **আশ্রমে**—কুটিরে; **আগতঃ**—প্রত্যাবর্তন করে; **শ্রুত্বা**—যখন শুনেছিলেন; **তৎ**—তা; **তস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **দৌরাত্ম্যম্**—অত্যন্ত জঘন্য কর্ম; **চুক্রোধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **আহতঃ**—পদদলিত বা আহত।

অনুবাদ

তারপর কার্তবীর্যার্জুন কামধেনু নিয়ে চলে গেলে, জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে কার্তবীর্যার্জুনের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করে আহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ঘোরমাদায় পরশুং সতূণং বর্ম কার্মুকম্ ।
অন্বধাবত দুর্মর্ষো মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্ ॥ ২৮ ॥

ঘোরম্—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **আদায়**—হস্তে গ্রহণ করে; **পরশুম্**—কুঠার; **স-তূণম্**—তূণসহ; **বর্ম**—বর্ম; **কার্মুকম্**—ধনুক; **অন্বধাবত**—অনুসরণ করেছিলেন; **দুর্মর্ষঃ**—

ভগবৎ-অবতার পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **মৃগেন্দ্রঃ**—সিংহ; **ইব**—সদৃশ; **যূথপম্**—হস্তীকে।

অনুবাদ

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁর ভয়ঙ্কর কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং তূণ গ্রহণ করে হাতির পিছনে সিংহ যেভাবে ধাবিত হয়, সেইভাবে কার্তবীর্যার্জুনের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তমাপতন্তং ভৃগুবর্যমোজসা
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্ ।
ঐণেয়চর্মাম্বরমর্কধামভি-
র্যুতংজটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥ ২৯ ॥

তম্—সেই পরশুরাম; **আপতন্তম্**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **ভৃগু-বর্যম্**—ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম; **ওজসা**—অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে; **ধনুঃ-ধরম্**—ধনুর্ধারী; **বাণ**—বাণ; **পরশ্বধ**—কুঠার; **আয়ুধম্**—এই সমস্ত অস্ত্র সমন্বিত; **ঐণেয়-চর্ম**—কৃষ্ণাজিন চর্ম; **অম্বরম্**—পরিধান করে; **অর্ক-ধামভিঃ**—সূর্যের মতো দ্যুতিমান; **যুতম্ জটাভিঃ**—জটাযুক্ত; **দদৃশে**—তিনি দর্শন করেছিলেন; **পুরীম্**—রাজধানীতে; **বিশন্**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

রাজা কার্তবীর্যার্জুন যখন রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি ভৃগুকুলতিলক পরশুরামকে কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং বাণ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরশুরামের পরনে ছিল কৃষ্ণাজিন চর্ম এবং তাঁর জটা ঠিক সূর্যের মতো দ্যুতিমান প্রতিভাত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩০

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভি-
র্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-
স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অচোদয়ৎ—যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন; **হস্তি**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—অশ্ব; **পত্তিভিঃ**—এবং পদাতিক সহ; **গদা**—গদা; **অসি**—খড়্গ; **বাণ**—বাণ; **ঋষ্টি**—ঋষ্টি নামক অস্ত্র; **শতঘ্নি**—শতঘ্নি নামক অস্ত্র; **শক্তিভিঃ**—শক্তি নামক অস্ত্রসহ; **অক্ষৌহিণীঃ**—অক্ষৌহিণী; **সপ্ত-দশ**—সতের; **অতি-ভীষণাঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তাঃ**—তাদের সকলকে; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **একঃ**—একাকী; **ভগবান্**—ভগবান; **অসূদয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

পরশুরামকে দেখে কার্তবীর্যার্জুন ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক, গদা, খড়্গ, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নি এবং শক্তিসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু ভগবান পরশুরাম একাকীই সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

২১,৮৭০টি রথ ও হস্তী, ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক এবং ৬৫,৬১০টি অশ্ব নিয়ে এক অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী হয়। মহাভারতের আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষৌহিণীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

একো রথো গজশ্চৈকঃ নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥
পত্তিং তু ত্রিগুণামেতাং বিদুঃ সেনামুখং বুধাঃ ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥
ত্রয়ো গুল্মাগণো নাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥
চমূস্তু পৃতনাস্তিস্রশ্চতস্রস্তিস্ত্বনীকিনী ।
অনীকিনীং দশগুণামাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ ॥
অক্ষৌহিণ্যাস্তু সঙ্খ্যাতা রথানাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
সঙ্খ্যাগণিততত্ত্বজ্ঞৈঃসহস্রাণ্যেকবিংশতি ॥
শতান্যুপরি চাষ্টৌ চ ভূয়স্তথা চ সপ্ততিঃ ।
গজানাং তু পরীমাণং তাবদেবাত্র নির্দিশেৎ ॥
জ্ঞেয়ং শতসহস্রং তু সহস্রাণি তথা নব ।
নরাণামধি পঞ্চাশচ্ছতানি ত্রীণি চানঘাঃ ॥

পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ ।
দশোত্তরাণি ষট্ চাহুর্যথাবদভিসঙ্খ্যয়া ।
এতামক্ষৌহিণীং প্রাহুঃ সঙ্খ্যাতত্ত্ববিদোজনাঃ ॥

"একটি রথ, একটি হস্তী, পাঁচটি পদাতিক এবং তিনটি অশ্বকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পত্তি বলেন। বিজ্ঞরা জানেন যে, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ। তিন সেনামুখ কে বলা হয় গুল্ম, তিন গুল্মকে বলা হয় গণ এবং তিন গণকে বলা হয় বাহিনী। তিন বাহিনীকে পণ্ডিতেরা পৃতনা বলেন। তিন পৃতনায় এক চমু, এবং তিন চমূতে এক অনীকিনী। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দশ অনীকিনীকে এক অক্ষৌহিণী বলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা গণনা করেন ২১,৮৭০টি রথ, সমসংখ্যক হস্তী, ১,০৯,৩৫০জন পদাতিক এবং ৬৫,৬১০টি অশ্ব নিয়ে এক অক্ষৌহিণী হয়।"

শ্লোক ৩১

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো
মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা
নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥ ৩১ ॥

যতঃ—যেখানে; **যতঃ**—যেখানে; **অসৌ**—ভগবান পরশুরাম; **প্রহরৎ**—প্রহার করতে করতে; **পরশ্বধঃ**—পরশু বা কুঠার নামক তাঁর অস্ত্র চালনায় অত্যন্ত দক্ষ; **মনঃ**—মনের মতো; **অনিল**—বায়ুর মতো; **ওজাঃ**—বেগবান; **পর-চক্র**—শত্রুসৈন্যের শক্তি; **সূদনঃ**—সংহারকারী; **ততঃ**—সেখানে; **ততঃ**—এবং সেখানে; **ছিন্ন**—ছিন্নভিন্ন; **ভুজ**—বাহু; **উরু**—উরু; **কন্ধরাঃ**—কাঁধ; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **উর্ব্যাম্**—ভূমিতে; **হত**—নিহত; **সূত**—সারথি; **বাহনাঃ**—বহনকারী অশ্ব এবং হস্তী।

অনুবাদ

শত্রুসৈন্যদের বিনাশ সাধনে অত্যন্ত দক্ষ ভগবান পরশুরাম মন এবং বায়ুর বেগে ধাবিত হয়ে তাঁর কুঠারের আঘাতে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যে দিকেই গমন করছিলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যরা ছিন্ন বাহু, ছিন্ন উরু এবং ছিন্ন কন্ধর হয়ে ভূপতিত হচ্ছিল, তা ছাড়া তাদের সারথিরা, হস্তী ও অশ্ব বাহনেরাও নিহত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যুদ্ধের শুরুতেই শত্রুসৈন্যেরা যখন তাদের হস্তী, অশ্ব সহ যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন পরশুরাম মনের বেগে তাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সংহার করতে শুরু করেছিলেন। তারপর যখন তিনি একটু ক্লান্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর গতি একটু শ্লথ হয়েছিল এবং তিনি বায়ুবেগে শত্রুসৈন্যদের সংহার করেছিলেন। মনের গতি বায়ুর থেকে দ্রুতগামী।

শ্লোক ৩২

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে
　　রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ ।
বিবৃক্ণবর্মধ্বজচাপবিগ্রহং
　　নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **স্বসৈন্যম্**—তাঁর সৈনিকদের; **রুধির-ওঘ-কর্দমে**—রক্ত প্রবাহের ফলে যা কর্দমাক্ত হয়েছে; **রণ-অজিরে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রাম-কুঠার**—ভগবান পরশুরামের কুঠারের দ্বারা; **শায়কৈঃ**—এবং বাণের দ্বারা; **বিবৃক্ণ**—ছিন্নবিচ্ছিন্ন; **বর্ম**—বর্ম; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **চাপ**—ধনুক; **বিগ্রহম্**—শরীর; **নিপাতিতম্**—পতিত; **হৈহয়ঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **আপতৎ**—তীব্রবেগে সেখানে এসেছিলেন; **রুষা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান পরশুরাম তাঁর কুঠার এবং বাণের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সৈনিকদের বর্ম, ধ্বজা, ধনুক এবং দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন, এবং তাদের রক্তে রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরাজয় দর্শন করে কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুতবেগে রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভি-
　　র্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে ।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতাং সমগ্রণী-
　　স্তান্যেকধন্বেষুভিরাচ্ছিনৎ সমম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপর; **অর্জুনঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **পঞ্চ-শতেষু**—পঞ্চশত; **বাহুভিঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **ধনুঃষু**—ধনুকে; **বাণান্**—বাণ; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **সন্দধে**—যোজনা করেছিলেন; **রামায়**—ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায়; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **অস্ত্র-ভৃতাম্**—অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম সমস্ত সৈনিকদের মধ্যে; **সমগ্রণীঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **তানি**—কার্তবীর্যার্জুনের সমস্ত ধনুক; **এক-ধন্বা**—একটি মাত্র ধনুক ধারণ করে; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **আচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **সমম্**—সহ।

অনুবাদ

তখন ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায় কার্তবীর্যার্জুন তাঁর এক হাজার বাহুর দ্বারা একসঙ্গে পাঁচশ ধনুকে বাণ যোজনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভগবান পরশুরাম কেবল একটি ধনুক থেকে এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কার্তবীর্যার্জুনের হস্তধৃত সমস্ত ধনুক এবং বাণ ছিন্নভিন্ন করেছিল।

শ্লোক ৩৪

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপা-
নুৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি ।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা
চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥ ৩৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **স্ব-হস্তৈঃ**—তাঁর হস্তের দ্বারা; **অচলান্**—পর্বত; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অঙ্ঘ্রিপান্**—বৃক্ষ; **উৎক্ষিপ্য**—উৎপাটন করে; **বেগাৎ**—প্রচণ্ড বেগে; **অভিধাবতঃ**—অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **ভুজান্**—সমস্ত বাহু; **কুঠারেণ**—তাঁর কুঠারের দ্বারা; **কঠোর-নেমিনা**—তীক্ষ্ণধার; **চিচ্ছেদ**—কেটে ফেলেছিলেন; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **তু**—কিন্তু; **অহঃ ইব**—সাপের ফণার মতো।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের বাণ ছিন্নভিন্ন হলে তিনি স্বহস্তে বহু পর্বত ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে, পরশুরামকে হত্যা করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম তখন বলপূর্বক তাঁর কুঠারের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সাপের ফণার মতো সব ক'টি হাত কেটে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ ।
হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য সবৎসাং পরবীরহা ।
সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

কৃত্ত-বাহোঃ—ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তাঁর (কার্তবীর্যার্জুনের); **গিরেঃ**—পর্বতের; **শৃঙ্গম্**—শিখর; **ইব**—সদৃশ; **আহরৎ**—(পরশুরাম) তাঁর শরীর থেকে কেটে ফেলেছিলেন; **হতে পিতরি**—তাদের পিতার মৃত্যু হলে; **তৎ-পুত্রাঃ**—তাঁর পুত্ররা; **অযুতম্**—দশ হাজার; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **অগ্নিহোত্রীম্**—কামধেনু; **উপাবর্ত্য**—নিয়ে এসে; **সবৎসাম্**—বৎস সহ; **পর-বীরহা**—বীর শত্রুদের সংহারকারী পরশুরাম; **সমুপেত্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **আশ্রমম্**—তাঁর পিতার আশ্রমে; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **পরিক্লিষ্টাম্**—ক্লেশপ্রাপ্তা; **সমর্পয়ৎ**—অর্পণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, পরশুরাম ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মস্তক পর্বতশৃঙ্গের মতো ছেদন করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের দশ হাজার পুত্র তাদের পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিল। তারপর শত্রুনিধন করে পরশুরাম অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্তা কামধেনুটিকে মুক্ত করে বৎস সহ আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স্বকর্ম তৎকৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ ।
বর্ণয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥ ৩৭ ॥

স্ব-কর্ম—তাঁর কার্যকলাপ; **তৎ**—সেই সমস্ত; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **রামঃ**—পরশুরাম; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **ভ্রাতৃভ্যঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের; **এব চ**—ও; **বর্ণয়াম্ আস**—বর্ণনা করেছিলেন; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **জমদগ্নিঃ**—পরশুরামের পিতা; **অভাষত**—এই কথাগুলি বলেছিলেন।

অনুবাদ

পরশুরাম তাঁর পিতা এবং ভ্রাতাদের কাছে কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। সেই কথা শুনে জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ ।
অবধীন্নরদেবং যৎ সর্বদেবময়ং বৃথা ॥ ৩৮ ॥

রাম রাম—হে পুত্র পরশুরাম; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **ভবান্**—তুমি; **পাপম্**—পাপ; **অকারষীৎ**—করেছ; **অবধীৎ**—বধ করেছ; **নরদেবম্**—রাজাকে; **যৎ**—যিনি; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

হে মহাবীর পরশুরাম! তুমি সর্বদেবময় রাজাকে অকারণে বধ করে পাপ করেছ।

শ্লোক ৩৯

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ ।
যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥ ৩৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণ; **তাত**—হে পুত্র; **ক্ষময়া**—ক্ষমাগুণের দ্বারা; **অর্হণতাম্**—পূজ্য; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **যয়া**—এই গুণের দ্বারা; **লোক-গুরুঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **দেবঃ**—ব্রহ্মা; **পারমেষ্ঠ্যম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ক্ষমাগুণের ফলে আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। এই ক্ষমাগুণের ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৪০

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা ।
ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষময়া—কেবল ক্ষমাগুণের দ্বারা; **রোচতে**—সুখদায়ক হয়; **লক্ষ্মীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ব্রাহ্মী**—ব্রাহ্মণোচিত গুণের দ্বারা; **সৌরী**—সূর্যদেব; **যথা**—যেমন; **প্রভা**—সূর্যকিরণ; **ক্ষমিণাম্**—ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণদের; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তুষ্যতে**—প্রসন্ন হন; **হরিঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের কর্তব্য সূর্যের মতো দীপ্তিশালী ক্ষমাগুণের অনুশীলন করা। ক্ষমাশীল পুরুষদের প্রতি ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের ফলে সুন্দর হন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, কোকিল কালো হলেও তার মধুর কণ্ঠের জন্য সুন্দর। তেমনই, স্ত্রী সুন্দর হয় সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ফলে, এবং কুৎসিত পুরুষ সুন্দর হন তাঁর পাণ্ডিত্যের ফলে। তেমনই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাঁদের গুণের ফলে সুন্দর হন। ব্রাহ্মণ সুন্দর হন ক্ষমাগুণের ফলে, ক্ষত্রিয় সুন্দর হন বীরত্বে ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতার ফলে, বৈশ্য সুন্দর হন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উন্নতি সাধন ও গোরক্ষার ফলে এবং শূদ্র সুন্দর হন বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁর প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করার ফলে। এইভাবে সকলেই তাঁদের গুণের দ্বারা সুন্দর হন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের সেই বিশেষ গুণটি হচ্ছে ক্ষমাশীলতা।

শ্লোক ৪১

রাজ্ঞো মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ ॥ ৪১ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; **মূর্ধ-অভিষিক্তস্য**—যিনি সম্রাটরূপে বিখ্যাত হয়েছেন; **বধঃ**—বধ; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রাহ্মণকে বধ করার থেকেও; **গুরুঃ**—গুরুতর; **তীর্থ-সংসেবয়া**—তীর্থস্থানের সেবা করার দ্বারা; **চ**—ও; **অংহঃ**—পাপকর্ম; **জহি**—ধৌত কর; **অঙ্গ**—হে প্রিয় পুত্র; **অচ্যুত-চেতনঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে।

অনুবাদ

হে বৎস! সার্বভৌম রাজাকে বধ করা ব্রাহ্মণবধ থেকেও গুরুতর। কিন্তু তুমি যদি কৃষ্ণভাবনাময় হও এবং তীর্থস্থানের সেবা কর, তা হলে তুমি সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পার।

তাৎপর্য

সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় (*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*)। যে দিন থেকে বা যেই ক্ষণ থেকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তিনি যত পাপীই হোন না কেন, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটি আদর্শ স্থাপন করার জন্য জমদগ্নি তাঁর পুত্র পরশুরামকে তীর্থসেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ যেহেতু শুরু থেকেই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারেন না, তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন তীর্থপর্যটন করে সেখানকার সাধুসঙ্গের প্রভাবে ক্রমশ পাপমুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।